দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 0 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

017

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষার জন্য প্রকৃত আন্তরিকতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সর্বাগ্রে দরকার। আমার মনে হয় এ কয়টি জিনিস ব্যতীত শুধু শিক্ষা কেন কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। এর সাথে সুষ্ঠু পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ বছর যাবত আছি। শিক্ষার জন্য যা কিছু দরকার মোটামুটিভাবে বলা যায়, এখানে তার কমতি নেই। কিন্তু নেই শুধু শিক্ষার সুষ্ঠু পবিবেশ। উচ্চ পর্যায়ে এজন্য অনেক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে এই পবিত্র স্থান দিন দিন রণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধ কিসের জন্য সে প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে আমি জানি দেশের এবং দশের স্বার্থে যে কয়টি আন্দোলন হয়েছে তাতে পড়াশুনার কিছুটা ক্ষতি হয় বটে তবে সেটাকে প্রকৃত ক্ষতি বলা চলে না। কারণ এ সমস্ত কর্মসূচী একজন সচেতন ছাত্রকে শিক্ষার প্রতি উদগ্রীব করে তোলে।

কিন্তু এমন কিছু ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে যাকে কোন ব্যক্তিস্বার্থের বহিঃপ্রকাশ বলেও চিহ্নিত করা যায় না। সামান্য মোহের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিগত আক্রোশে কি জঘন্য ঘটনাই না ঘটছে। এজন্য দায়ী খুব কম সংখ্যক ছাত্র বা ছাত্র নামধারী অছাত্র। এদের কাছে প্রশ্ন এটিই যে, কেন সাধারণ ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের হতাশ করে দিচ্ছেন। অধিকাংশ পিতা-মাতা বা অভিভাবক কি কষ্টে যে আমাদের পড়ালেখার খরচ বহন করেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আমি একথা বলতে চাই না যে, কোন আন্দোলন করা উচিৎ নয়। আন্দোলন গঠনমুখী ও বাস্তবসম্মত হলে আপত্তি নেই। বন্ধু-বান্ধবকে মারছি তো আমরাই— সেটা কখনও বোতাম টিপে, কখনও আদবের সাথে কোলাকুলি করে। এর ফলস্বরূপ পরীক্ষা পিছিয়ে যায়; বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে— ডি, সি, সোনালী সুযোগ পেয়ে যান ভার্সিটি বন্ধ রাখার। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমতঃ অভিভাবকদের প্রতি আমি একটি অনুরোধ রাখতে চাই। এসএসসি বা এইচএসসি পর্যন্ত একজন সন্তানকে তারা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট সময়। এই সময়ে যেভাবে আমাদের গড়ে তুলবেন সেভাবেই আমরা গড়ে উঠবো। একথা সবাই জানেন যে, পরিবার হলো প্রথম এবং সর্বোত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই এমন শিক্ষাই সেখান থেকে আমাদের পাওয়া উচিৎ যাতে করে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কেন পরবর্তী যে কোন সময়ে নিকৃষ্ট কোন কাজ করতে বিবেক বাঁধা দেয়। একটি গ্রাম্য প্রবাদ আছে— "ছাগল নাচে খুটির জোড়ে।" এই খুঁটিকে অর্থাৎ এদেরকে যারা ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহিত ও আশ্রয় দিচ্ছে তাদেরকে উৎখাত করতে হবে। তারা যেন দেশকে আর ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তা সার্থকভাবে নিতে পারলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজ হবে।

—ফারুক আহমেদ